জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দেওয়া মাস্ক স্বাস্থ্যকর্মীদের মাঝে বিতরণ

করোনার প্রকট থেকে রক্ষা পেতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দেওয়া মাস্ক বল্লভপুর মিশন হাসপাতালের স্বাস্থকর্মিদের মাঝে বিতরন করেছেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।

রবিবার দুপুরে তিনি হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে এ সকল মাস্ক সকল স্বাস্থকর্মিদের হাতে তুলে দেন। এ সময় ইউপি সদস্য সংকর বিশ্বাস, ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি সুজিত মল্লিক, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ নেতা বিকাশ বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে প্রতিমন্ত্রীর দেওয়া বিতরনকৃত মাস্ক জনগনের মাঝে পৌছায়ে দেবার জন্য মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক শেখ শফিউদ্দীন এর হাতে ৫০ পিচ মাস্ক তুলে দেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।

মাথায় হাত মেহেরপুরের গরু খামারিদের

করোনার প্রভাব পড়েছে মেহেরপুরের গবাদিপশু খামারে। ঈদ-উল আযহার বাকি আর মাত্র কয়েকদিন। তারপরও কোরবানির পশু কেনাতে তেমন একটা সাড়া নেই ক্রেতাদের মাঝে। মেহেরপুরের গরু দেশের বিভিন্ন বড় বড় হাটে বেশ চড়া দামে বিক্রি হয়। কিন্তু এবার এখনও পর্যন্ত পশুহাট নির্ধারণ না হওয়ায় বড় গরুর চাহিদাও তেমন একটা নেই। স্থানীয়ভাবে কয়েকটা বিক্রি হলেও দাম নিয়ে অসন্তুষ্ট খামারিরা। সব মিলিয়ে এবার কোরবানির ঈদের যেন খামারিদের চোখে-মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। লাভের আশায় পশু পালন করতে গিয়ে এখন পুঁজি ধরে রাখাই মুশকিল হয়ে দাড়িয়েছে। এছাড়াও করোনা প্রভাবে অনলাইন প্লাটফর্মে

কোরবানির পশু বিক্রির চেষ্টা করছে অনেক খামারি। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে বিজ্ঞাপন। কিন্তু সেখানেও ক্রেতাদের তেমন আগ্রহ নেই।
মেহেরপুর জেলায় এ বছর ৪৩৫ টি খামারে ও পারিবারিকভাবে প্রায় লক্ষাধিক গবাদি পশু কোরবানির জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কিন্তু ঠিক দাম পাওয়া নিয়ে আতঙ্কগ্রস্থ খামারিরা। উৎপাদন খরচ দ্বিগুণ হলেও করোনা প্রভাবে দাম কমেছে গবাদি পশুর। এমতাবস্থায় প্রায় শতকোটি টাকা লোকসান গুনতে হবে বলে আশঙ্কা করছে পশুপালন খামারিরা।
অনেকেই ক্ষুদ্র লোন নিয়ে গরু-ছাগলের খামার করেছে। উদ্দেশ্যে ছিল কোরবানির সিজনে ভালো দামে বিক্রি করে পারিবারি চাহিদা মেটাবে। কিন্তু ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় হতাশ অনেকে। সেক্ষেত্রে খামার বাঁচিয়ে রাখতে সরকারি প্রনোদনার দাবি করেছে অনেক খামারিরা। জেলা শহরে বেশ কয়েকটি খামার ঘুরে দেখা গেছে নেপালি, অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রিজিয়ান, হরিয়ানা, পাকিস্তানি, দেশিসহ নানা জাতের গরু মোটাতাজা করা হয়েছে। গরু পালন লাভজনক হওয়াতে বসতবাড়িতেও গরু পালন করা প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বছর গরু পালনের পর এখন এসেছে কাঙ্খিত বিক্রির সময়। কোরবানির চাহিদা লক্ষ্য করেই শেষ মুহূর্তের পরিচর্যা চলছে।
সৌদি ফেরত সদর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের আক্তার হোসেন জানান, দেশে ফিরে গত বছর একটি গরুর খামার গড়ে তুলি। বিদেশে উপার্জিত টাকায় উন্নত জাতের গরু পালন শুরু করি। কোরবানিকে সামনে রেখে ১০টি গরু বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারীদের তেমন সাড়া দেখছি না। কয়েকজন আসলেও কাঙ্খিত মূল্য দিতে নারাজ। গাংনীর গরুর খামারে এনামুল হক জানান, গ্রামের প্রতিটি বাড়ি যেন এক একটি খামার। পরিবার প্রধান নারী-পুরুষ মিলে পরিচর্যা করেন গরু গুলোকে। পরম যত্নে নিজের সন্তানের মতই আদর করা হয় এই গরু গুলোকে। যেন আমাদের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। কোরবানির পশুর হাটে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হলে এবারও লাভবান হবো। কিন্তু করোনার কারণে এবার লোকসান হবে বলে এটাই নিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে। সদরের বুড়িপোতা গ্রামের নার্গিস খাতুন ও আম্বিয়া খাতুন, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি করে গরু লালন পালন করেছে। আশাছিল কোরবানির সময় বিক্রি করে পারিবারিক স¦চ্ছলতা ফিরিয়ে আনবে। এখন গরুর চাহিদা না থাকায় ঋণ পরিশোধ নিয়ে আতঙ্কিত তারা।
সদর উপজেলার শালিকা গ্রামের খামারি জিল্লুর রহমান জানান, তার খামারে ৫২ টি গরু আছে। পশু পালনের খাদ্য উপকরণের দাম বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনার কারণে অনলাইনেও ক্রেতাদের তেমন কোনো সাড়া

মিলছে না। তিনি জোর দিয়ে বলেন এবার অনেক খামারিরা পুঁজি হারিয়ে ফেলবে। বন্ধ হবে অনেক খামার।
গরুর ব্যাপারী নুরুল হোসেন জানান, গত কোরবানির ঈদে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গরুর দাম করে বায়না করতেন। ঈদের আগে আগে এসব গরু গুলোকে ঢাকা, চিটাগাং সহ দেশের বড় বড় গরুর হাটে তুলতাম। এবার করোনার কারণে ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই অগ্রিম বায়না করতে পারছিনা। বর্তমানে প্রতিটি ব্যাপারীর কপালে আশঙ্কার ভাজ।
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার জাহাঙ্গীর আলম জানান, এবার মেহেরপুর জেলায় নিবন্ধিত অনিবন্ধিত খামারে ও পারিবারিকভাবে ১ লাখ কোরবানির পশু প্রস্তুত করা হয়েছে। করোনার মধ্যেও মানুষ কোরবানির পশু কিনবে বলে আশা করছি। যেহেতু এখনও সময় আছে, খামারিদের হতাশ না হওয়ার আহবান জানান তিনি।

মেহেরপুরে আশি দিনে শতক ছুঁলো আক্রান্ত

গত ২৪ ঘন্টায় চারজনের ফলাফল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তিনটি পজিটিভ। একটি ফলোআপ। নতুন আক্রান্তরা ফলোআপ রোগীর স্ত্রী ও ছেলে। এনিয়ে গতকাল শনিবার পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা শতকে পূর্ণ হলো। গত ২২ এপ্রিল প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হয় মুজিবনগরের বল্লভপুরে। এর পর থেকে ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে এক শতকে পৌঁছালো। সংক্রমণের আশি দিনে মেহেরপুরে শতকের ঘরে হানা দিল করোনা। তবে জেলায় আক্রান্তের এ সংখ্যা অন্যান্য জেলার তুলনায় কম। এখনো পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা মোটামুটি ভাবে করোনা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে বিভিন্ন জনের দাবি।
গতকালের রিপোর্ট পেয়ে সিভিল সার্জন জানান, কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে ৪টি নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩টি করোনা পজেটিভ ও ১টি নেগেটিভ। আক্রান্তরা হলেন, সাহেবনগর গ্রামের জাহিদুল ইসলাম (ফলোআপ), তার স্ত্রী মিম আরা ও ছেলে আবির হোসাইন।
গতকালের রিপোর্ট নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: মো: রিয়াজুল আলম জানান, জাহিদুল ইসলাম

সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হন। পুনরায় তার নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হলে সেখান থেকে করোনা পজেটিভ বলে নিশ্চিত করে। এছাড়া জাহিদুল ইসলামের সংস্পর্শে এসে তার স্ত্রী ও সন্তান করোনা সংক্রমিত হয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে।
সিভিল সার্জন নাসির উদ্দিন জেলার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বলেন,স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে করোনা আক্রান্তদের সার্বিক খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। কাউকে আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা নিরলসভাবে জেলায় করোনা নিয়ন্ত্রণ রাখতে কাজ করছে। স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চললে জেলাকে করোনা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী বলেন, করোনা সংক্রমণের শুরু থেকে জেলা পুলিশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জেলায় ১৫ সদস্যর একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। এই টিমকে সহায়তা করার জন্য উপজেলা পর্যায়েও টিম গঠন করা হয়েছে। করোনা প্রতিরোধে দিনে দফায় দফায় সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ চলমান রয়েছে। একাজ করতে গিয়ে জেলা পুলিশের অনেকেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তবুও পুলিশ সদস্যরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে পিছপা হননি। এভাবেই সকলের সহযোগীতায় জেলাকে করোনার প্রাদুর্ভাব থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।
তবে এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুুনসুর আলম খানের সাথে যোগাযোগ করা হলে ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলায় এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে ২ হাজার ৫৪টি। এর মধ্যে ১শটি করোনা পজেটিভ, মৃত ৬ জন, সুস্থ্য ৫৭ জন।

মেহেরপুরের গাংনীতে মা-ছেলে করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুরে মা-ছেলে দুজনেই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। শনিবার ১ বছর বয়সের শিশু পুত্র আবির হোসেন ও তার মা মিম আরার (২১) করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে।

শনিবার সন্ধ্যা ৬ টায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন। এ নিয়ে জেলায় ১শ’ জন করোনা রুগী সনাক্ত হলো।

সিভিল সার্জন জানান,কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে ৪টি নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩টি করোনা পজেটিভ ও ১টি নেগেটিভ। আক্রান্তরা হলেন,সাহেবনগর গ্রামের জাহিদুল ইসলাম (ফলোআপ),তার স্ত্রী মিমআরা ও ছেলে আবির হোসাইন।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: মো: রিয়াজুল আলম জানান,জাহিদুল ইসলাম সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হয়। পুনরায় তার নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হলে সেখান থেকে করোনা পজেটিভ বলে নিশ্চিত করে।এছাড়া জাহিদুল ইসলামের কাছ থেকে তার স্ত্রী ও সন্তান করোনা সংক্রামিত হয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন,স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে করোনা আক্রান্তদের সার্বিক খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। কাউকে আতংকিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন তিনি। মেহেরপুর জেলায় এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া গেছে ২ হাজার ৫৪টি। এর মধ্যে ১শ’জন করোনা পজেটিভ। মৃত ৬। সুস্থ্য ৫৭।

মেহেরপুরে জনতার হাতে ব্যাটারী চোর আটক, পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের আলিফ খান (২৫) নামের এক ব্যাটারী চোরকে আটক করেছে জনতা। সদর উপজেলার বামনপাড়াতে অটোরিকশার ব্যাটারী চুরির সময় জনগনের হাতে ধরা পড়ে। এসময় আলিফকে গনধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে স্থানীয় জনগন। মেহেরপুর সদর থানার এসআই শরিফ হাবিবুর রহমান ঘটনাস্থলে গিয়ে আলিফকে থানায় নিয়ে আসে।

আলিফ খান সদর উপজেলার বামনপাড়ার সাগর খানের ছেলে।

এস আই শরিফ হাবিবুর রহমান জানান, ব্যাটারী চোর ধরার খবর পেয়ে

আমরা সেখানে গিয়ে আলিফকে থানায় নিয়ে আসি। বর্তমানে আলিফ থানা কাস্টডিতে আছে । আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মেপ্র/এমএফআর

শীঘ্রই উদ্বোধন “মিয়া ভাই” এগ্রো লিমিটেডের

মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুরে অবস্থিত “মিয়া ভাই” এগ্রো লিমিটেডের শীঘ্রই উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। মিয়া ভাই এগ্রো লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ এস ইমন এমনটি নিশ্চিত করে বলেন, খুব শীঘ্রই শুভ উদ্বোধন করা হবে। ইতিমধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। মেহেরপুরে নতুন কর্মসংস্থান এর সৃষ্টি হবে বলে আশা করছেন তিনি।

জেলার সর্ববৃহৎ গবাদিপশু খামার, একুরিয়াম ফিসসহ কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়েছে এই এগ্রো ফার্মকে ঘিরে । সেই সাথে, মাংস, দুধ, ঘি প্রক্রিয়াজাত করণ করা হবে।

মিয়া এগ্রো লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শরিফ রেজা পান্না বলেন, মেহেরপুরের চাহিদা পূরন করে দেশের বাজারে “মিয়া ভাই” পন্য জনপ্রিয়তা লাভ করবে। সেই মেহেরপুরে বেকার সমস্যা দুর করনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মেপ্র/এমএফআর

প্রিয় মেহেরপুর গ্রুপের মাস্ক বিতরণ।

প্রিয় মেহেরপুর গ্রুপের পক্ষ থেকে অটোরিকশা, ভ্যান চালক, মোটর সাইকেল, আরোহীদের মধ্যে পাঁচ’শ মাস্ক বিতরণ করা হয়।

শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় খালিদ হাসান মাস্ক বিতরণ কর্মসূচী শুভ উদ্বোধন করেন।

এসময় তিনি বলেন সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তারই পরিপেক্ষিতে আজ আমরা কিছু সংখ্যক মানুষের মাঝে ১০০০ হাজার মাস্ক বিতরণ করেছে মেহেরপুর গুরুপ ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সাজুল, আকাশ শাহজাদা, সোহান,তহির,,দিপু,মুন্না,রাসেল,ফয়সাল সহ গুরুপের সদস্যবৃন্দ।

মেহেরপুরে তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে তিনজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে সদর থানা পুলিশ। শনিবার দুপুরে সদর থানার এস আই রফিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো , ইছাখালী গ্রামের জমসের আলীর ছেলে আলমগীর (২৪) , ঝাঁঝাঁ গ্রামের মৃত চটু সরদারের ছেলে ইমরান (২৬), গোভীপুর গ্রামের ফেরদৌস আলীর ছেলে ইবনে আবু সুফিয়ান (২৪)।

এস আই রফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আটক আসামীদের বিরুদ্ধে সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। আজকেই তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে ইউনিয়ন আ’লীগের সভাপতির বহিস্কারের দাবিতে সাধারণ সম্পাদকের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ইদ্রিস আলীকে বহিস্কারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার। শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, গত ৯ জুলাই বৃহস্পতিবার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদে দুস্থদের মধ্যে ত্রান বিতরণ করা হচ্ছিল। যেখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার আদেশক্রমে একটি বাড়ি একটি খামারের প্রতিনিধিসহ স্থানীয় বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিল।

এমতাবস্থায় সুবিধাভোগী কুতুবপুর ৯ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আজিজুর রহমানের ছেলে ফুরকান আলী, বায়তুল্লাহর ছেলে সাইফুল, আব্দুল গণির ছেলে মিয়ারুল, মৃত ফইমদ্দিনের ছেলে আমিনুল, মৃত কাদের বক্স এর ছেলে হাফিজুল, আজিজুর এর ছেলে হাবিবুর,আবু শ্যামা এর ছেলে কালাম, জয়নালের ছেলে নাজিরুল, কারিমল এর ছেলে ইলাহী, মৃত আক্কাছ আলীর ছেলে মিনারুল মোট দশজন ত্রারনের চাল নিতে উজলপুর গ্রামের অবস্থিত কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদে আসেন।

এসময় কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ইদ্রিস আলী তার নিজস্ব ক্যাডার বাহিনী দিয়ে মারধর করে উক্ত দশজন দুস্থদের চাল ছিনিয়ে নেয়। ছিনতাই কারীদের মধ্যে ছিল, কায়েম বিশ্বাসের ছেলে জাকির, মৃত হারান মন্ডলের ছেলে তোফাজ্জেল, মৃত হুরমত আলীর ছেলে হুমায়ন, লালচাদ, সহিদুল ফকির এর ছেলে রাজিবুলসহ অজ্ঞাত আরও বেশ কয়েকজন।

সেখানে মেহেরপুর ১ আসনের সাংসদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর

ত্রান প্রতিনিথি হিসেবে আমি বাবুল আক্তার উপস্থিত ছিলাম। চাল ছিনতায়ের প্রতিবাদ করায় ইদ্রিস আলী তার ক্যাডার বাহিনী দিয়ে আমার উপরেও আক্রমন চালায়। এর আগেও সে বিভিন্ন সময় তার ক্যাডার বাহিনী দিয়ে আমাকে লাঞ্চিত করার চেষ্টা করেন। তাই ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আমি সভাপতি ইদ্রিস আলীকে বহিস্কারের দাবি জানাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন কুতুবপুর ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য আবুল কাসেম। এসময় ভুক্তভোগী দশজন সহ জেলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেপুরের কাথুলী ইউনিয়নে ত্রাণ বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের ১,২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের দুস্থদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর বরাদ্দের ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।
শনিবার সকাল ১০ টার সময় ত্রান বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

এসময় ১ নম্রে ওয়ার্ড সদস্য কোবাদ আলী, ৩ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য রাইহান আলী, ৪ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য আবুল কালাম আজাদ। ৩টি ওয়ার্ডের তালিকাভুক্ত দু্স্থদের মাঝে ১৫ কেজি করে চাল প্রদান করা হয়। করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারনে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চাল বিতরণ করা হচ্ছে।